আমার প্রিয় জাপানী মহিলা-কবি মিসুজু কানেকো

ৎসুয়োশি নারা

আধুনিক জাপানী কবিদের মধ্যে মিসুজু কানেকোকে আমি সর্বোত্তম মহিলা কবি বলে মনে করি। জাপানী কাব্যরচনা শৈলী চার ভাগে বিভক্ত। যেমন –

১) তাংকা (৩১টি স্বরবর্ণ দ্বারা রচিত কাব্য)
২) হাইকু (১৭টি স্বরবর্ণের দ্বারা রচিত কাব্য)
৩) সেনরিউ (১৭টি স্বরবর্ণের দ্বারা রচিত কাব্য)
৪) সি (স্বরবর্ণের সংখ্যা ও অন্তে মিলের কোন নিয়ম নেই)

হাইকু ও সেনরিউ-এর মধ্যে ব্যবহৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা এক হলেও, তাদের ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে পার্থক্য থাকে, অর্থাৎ হাইকুর মধ্যে কোন ঋতু বিশেষে নির্দ্দিষ্ট শব্দ একটি অন্ততঃ থাকা আবশ্যক। কিন্তু সেনরিউ-র মধ্যে তেমন শব্দ না থাকলেও চলে। তবে তার মধ্যে হাস্যরসাত্মক শব্দ থাকা উচিত।

আজকাল জাপানী সমাজে যাঁরা নিয়মিত ভাবে "হাইকু" রচনা করেন এবং দৈনিক সংবাদপত্রে ও মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় পনের লক্ষ। যাঁরা "সেনরিউ" রচনা করতে ভালবাসেন, তাঁদের সংখ্যাও হাইকু ভক্তবৃন্দের চেয়ে সামান্য কম হলেও প্রচুর বলেই বলা যায়। তাদের তুলনায় "তাংকা" সাধকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও পাঁচ লক্ষের মত।

কিন্তু যাঁরা "সি" রচনা করেন, তাঁদের সংখ্যা এঁদের তুলনায় খুবই কম। তা সত্ত্বেও "সি" রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি বেশ কয়েক জন আছেন। মিসুজু কানেকো ঐ বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবিদের মধ্যে একজন, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয় মহিলা কবি।

মিসুজু কানেকো-র আসল নাম তেরু কানেকো। ১৯০৩ সালে সেনজাকি মুরা, ওৎসু গুন, য়ামাগুচি কেনে (বর্তমানে নাগাতো শহরে) জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর, বইয়ের দোকানে কাজ করতে করতে কবিতা রচনা শুরু করেন। রচনা করার এক মাস পরে সেই কবিতাগুলি "মিসুজু কানেকো" এই ছদ্মনামে তোওকিয়োস্থ চার জন প্রকাশকের কাছে পাঠান। তাঁর প্রেরিত সবকটি কবিতাই প্রকাশকদের প্রশংসা লাভ করে, এবং তাঁদের মাসিক পত্রিকায় সেগুলো প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। ঐ সময়ে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি দিলাম –

সমুদ্রে মাছের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়
ধান হলে মানুষে তার চাষ করে
গরু হলে পশুচারণভূমিতে তৃণভক্ষণ করানো হয়
রুই মাছ হলে পুষ্করিণীতে গমের রুটি পায়।
কিন্তু সমুদ্রের মাছ হলে –
কারো কাছ থেকে কোনো যত্ন পায় না
কিন্তু সে কারোর কোনো ক্ষতি করে না
তবু এমন ভাবে আমার দ্বারা ভক্ষিত হয় সে
তাই সমুদ্রের মাছের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়।।

"ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ধরা।"

গোলাপ-রাঙা ভোরে
প্রচুর মাছ ধরা হল,
সার্ডিন মাছ ধরা হল।
সমুদ্র তীরে দেখা যায়
মানুষের আনন্দময় উৎসব
কিন্তু সমুদ্রের গভীরে
হাজার হাজার সার্ডিন মাছ
শবানুগমন হচ্ছে ।। (অনুশোচনা)

(১৯২৬ সালে লেখা মিসুজু কানেকোর কবিতা)

১৯২৬ সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে মিসুজু কানেকো "সঙ্গীত রচনার যুব কবি সঙ্ঘ"-এর সদস্য হওয়ার অনুমতি পান। এত অল্প বয়সে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি সঙ্ঘের সদস্য হতে পারার প্রধান কারণ সম্ভবত ইয়াসো সেইজোও নামক ঐ সময়কার এক বিখ্যাত কবি কানেকোর কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করে সদস্য হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করতে সুপারিশ করেন। দ্বিতীয়ত, অন্যদের তুলনায় তাঁর কবিতা ছোট এবং সরল ভাষায় রচিত বলে সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও সেগুলো খুব জনপ্রিয় ছিল।

মিসুজু কানেকোর লেখা কবিতার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্ –

"আমি, ছোট পাখি আর ছোট্ট ঘন্টা"

আমি, নিজের দুই বাহু যতই প্রসারিত করি না কেন
তবু, কোন মতেই আকাশে উড়তে পারব না।
তবে, আকাশে ওড়া ছোট পাখি আমার মত

তাড়াতাড়ি মাঠে ছুটতে পারবে না।
যতই আমি নিজের শরীর সজোরে কাঁপাই না কেন
তবু ছোট্ট ঘন্টার মত সুন্দর শব্দতরঙ্গ তুলতে পারব না।।

মিসুজু কানেকো প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্রী ছিলেন বলে সর্বদাই শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে প্রশংসা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং সর্বদা হাসিমুখে অভিবাদন জানানো ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। এভাবেই তিনি তাঁর মনের গভীর দুঃখ ও একাকীত্বকে লুকিয়ে রাখতেন।

তিন বছর বয়সে মিসুজু কানেকো বাবাকে হারান। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর, সে সময় তাঁর মা এক মৃতদারকে বিবাহ করেন। সৎ বাবার একটি বিরাট বইয়ের দোকান ছিল। সেই দোকানের কাজে তিনি বাবাকে সাহায্য করতে শুরু করেন। তেইশ বছর বয়সে মিসুজু কানেকো সৎ বাবার ইচ্ছানুযায়ী ঐ দোকানেরই মিয়ামোতো নামের এক কর্মচারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মিয়ামোতো স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করতেন না। সেই কারণে বাবা জামাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কন্যার সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য তৎপর হন। মিসুজু কানেকোরও সেই ইচ্ছাই ছিল , কিন্তু ইতিমধ্যে সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ায় ঐ চিন্তা তিনি পরিত্যাগ করেন। ১৯২৭ সালে তাঁর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। স্বামীর দুর্ব্যবহার কিন্তু তারপরেও অব্যাহত থাকে। এমনকি তিনি কানেকো-কে কবিতা রচনায় বাধা দিতেও দ্বিধা করেন নি। শেষ পর্যন্ত স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৯৩০ সালের ১০ই মার্চ বেলা ১টা নাগাদ বিষপান করে আত্মহত্যা করেন তিনি। ঐ সময় তাঁর নাম ছিল তেরু মিয়ামোতো (বিবাহোত্তর নাম)।

জীবতকালে মাত্র ছয় বছরের মধ্যে মিসুজু কানেকো পাঁচশোরও অধিক ছোট কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যা ছোট ছেলেমেয়েরা গানের সুর দিয়ে এখনো গায়। তাঁর আরও দুটি কবিতা দিয়ে আমার লেখা শেষ করছি।

"গুপ্ত রহস্য"

আমার অত্যন্ত রহস্য জাগে
কালো মেঘ থেকে ঝরা বৃষ্টি
কেন রুপোলী রঙে চক্‌চক্‌ করে।
আমার অত্যন্ত রহস্য জাগে
তুঁতগাছ থেকে সবুজ-রঙা পাতা খাওয়া রেশমগুটি
কেন সাদা রঙে বদলে যায়।

আমার অত্যন্ত রহস্য জাগে
কারো হাতের ছোঁয়া না লাগা সাদা ফুলগুলি
হঠাৎ করে কেন ফুটে ওঠে।

আমার অত্যন্ত রহস্য জাগে
যাকেই প্রশ্ন করি না কেন
সকলেই কেন হেসে বলে "এ অতি স্বাভাবিক" !

"মৌমাছি ও ঈশ্বর"

ফুলের ভিতরে আছে একটি মৌমাছি
সেই ফুলটি আছে একটি বাগানের ভিতরে
সেই বাগানটি আছে একটি বেড়ার ভিতরে
সেই বেড়াটি আছে একটি শহরের ভিতরে
সেই শহরটি আছে জাপান দেশের ভিতরে
জাপান দেশটি আছে পৃথিবীর ভিতরে
পৃথিবী আছ ঈশ্বরের অন্তরে
এবং, ঈশ্বর আছেন সেই ছোট্ট মৌমাছির ভিতরে।।